দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 27 NOV 1997
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৯

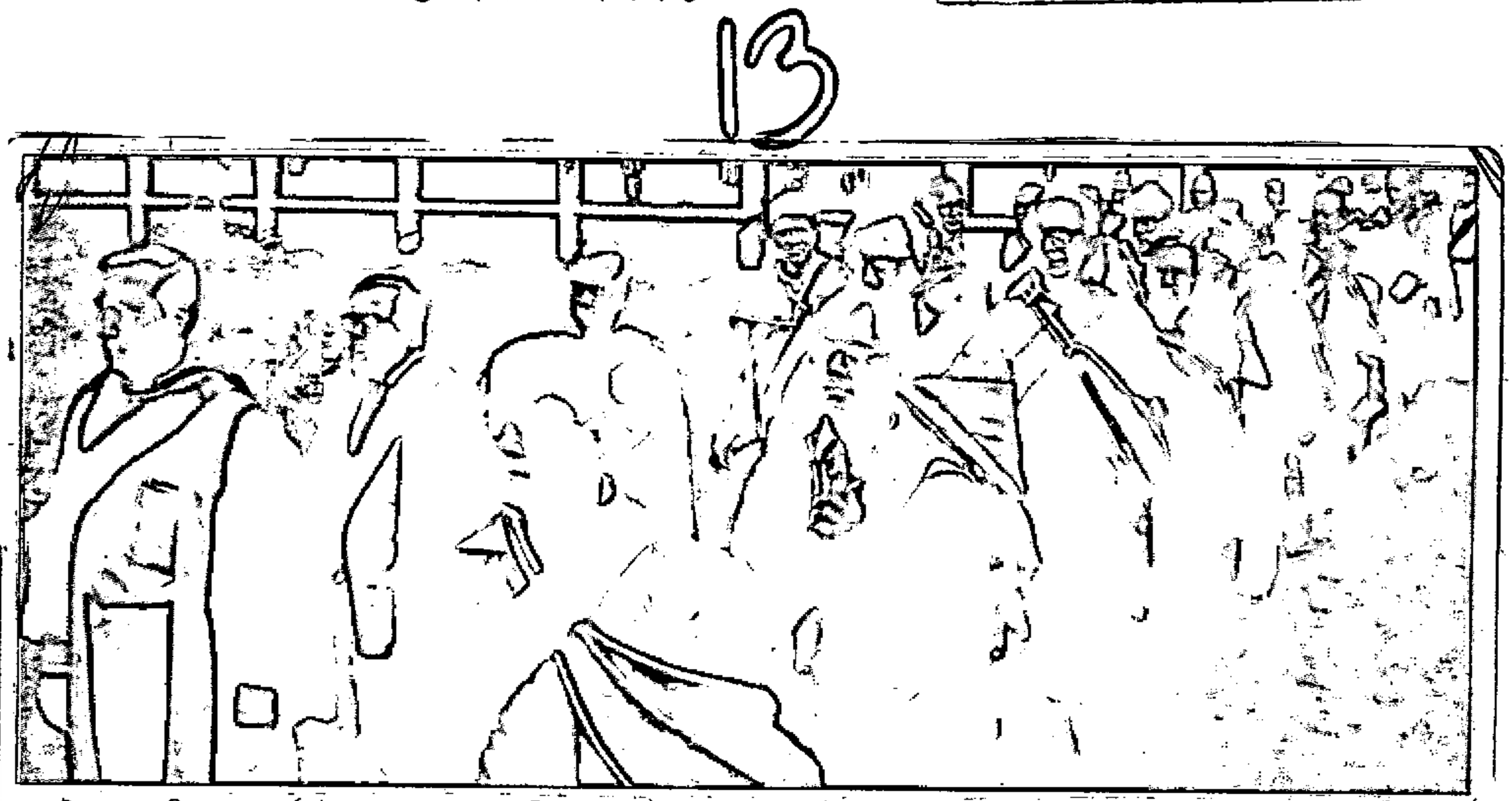

বুয়েটে আজ বৃহস্পতিবারের সমাবর্তন উপলক্ষে বুধবার মহড়া অনুষ্ঠিত হয় —জনকণ্ঠ

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু প্রতীক্ষিত সমাবর্তন আজ ॥ পরিচ্ছন্ন পরিপাটি হয়ে উঠেছে ক্যাম্পাস

আশীষ-উর-রহমান শুভ

পুরনো ঝুল-কালি, ময়লার দাগ ঝেড়ে—মুছে নতুন করে বার্নিশ করা হয়েছে ভবনগুলোর দেয়ালে দেয়ালে। ঝরাপাতা, ছেঁড়া কাগজ আরও যাসব আবর্জনা সরিয়ে পথকে করা হয়েছে পরিচ্ছন্ন-পরিকার। সামনের খোলা ময়দানে বিশাল সামিয়ানা টাঙিয়ে তৈরি করা হয়েছে সুদৃশ্য মঞ্চ, পাশ দিয়ে স্যুভেনির প্রভৃতির ছোট ছোট স্টল। মঞ্চে আসন পেতে চূড়ান্ত মহড়াও হয়ে গেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ন'টায় অবসান ঘটবে প্রতীক্ষার, শুরু হবে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠান।—

'সমাবর্তন' অনুষ্ঠানটি হয় নিতান্তই বিধিবদ্ধ গৎবাঁধা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। মূল অনুষ্ঠানটির মধ্যে উৎসব-উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য থাকে না সে অর্থে। তবু গাউন-হুড পরে সমাবর্তনের র‍্যালিতে অংশ নেয়ার স্বপ্ন-সাধ থাকে সর্বাধিক— বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন শিক্ষার্থীর জীবনেই। শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষার্থীদের হাতে তাদের শিক্ষাগত মূল সনদপত্রখানা তুলে দেবার জন্যই এ অনুষ্ঠানের আয়োজন। প্রায় সাড়ে চার বছর পর বুয়েটে আবার এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতে যাচ্ছে।

চ্যান্সেলরের শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে শুরু হবে আনুষ্ঠানিকতা। শোভাযাত্রার প্রস্তুতি শুরু হবে প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে। কাউন্সিল ভবনের সামনে থেকে প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর শেখ হাসিনা শোভাযাত্রায় যোগ দেবেন। এরপর শোভাযাত্রা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পথ প্রদক্ষিণ করে সমাবর্তন মঞ্চে প্রবেশ করবে। মঞ্চে প্রবেশের সময় চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন সর্বকনিষ্ঠ শিক্ষক থাকবেন র‍্যালির প্রথমে। প্রভাষকদের পর থাকবেন সহকারী অধ্যাপকবৃন্দ। এরপর থাকবেন সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ, একাডেমিক কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ (সহযোগী অধ্যাপক, অধ্যাপক, অধ্যাপক এমিরেটাস, ডীন এই ক্রমপর্যায়), কনভকেশন বক্তা, ভাইস চ্যান্সেলর এবং তারপর চ্যান্সেলর। তাঁদের গায়ে থাকবে ঐতিহ্যবাহী গাউন, মাথায় হুড। লাল এবং কালো, গাউনগুলো হবে এই দুই রঙের। লাল গাউন পরবেন যাঁরা 'পিএইচডি' ডিগ্রী লাভ করেছেন কেবল তারাই। বাকি সকলে পরবেন কালো গাউন। আর হুডগুলো থাকবে বিভিন্ন রঙের— বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ অনুযায়ী।

মঞ্চের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। এরপর পবিত্র কোরান পাঠ। চ্যান্সেলরের উদ্বোধনী ঘোষণা। সংশ্লিষ্ট বিভাগের ডীনরা উপস্থিত করাবেন স্নাতকদের। চ্যান্সেলরের স্বর্ণপদক প্রদান, সমাবর্তন বক্তার ভাষণ। এবার সমাবর্তন বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমান। এরপর শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচ কে সাদেকের ভাষণ, ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ইকবাল মাহমুদের ভাষণ এবং প্রধানমন্ত্রী ও চ্যান্সেলর শেখ হাসিনার ভাষণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা। এ পর্যায়ে মঞ্চ থেকে শোভাযাত্রা ফিরে আসার সময়ে রীতি মোতাবেক চ্যান্সেলর থাকবেন শোভাযাত্রার প্রথমে এবং প্রবেশের উল্টাক্রম অনুযায়ী অন্য সকলে বেরিয়ে আসবেন।

এবারের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে চ্যান্সেলর ১০ জন পিএইচডি, ২৯৯ জন স্নাতকোত্তর, ২৬৭৫ জন স্নাতক ডিগ্রীধারীকে সনদপত্র এবং কৃতিত্বপূর্ণ গবেষণা ও শিক্ষকতায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য একজন শিক্ষকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষায় বিশেষ উৎকর্ষের জন্য ৩৫ জন ছাত্রছাত্রীকে স্বর্ণপদক দেবেন। এবারই প্রথম শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানে একজন করে অতিথিকে সঙ্গে নিতে পারবেন।

বুয়েটের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর হাত থেকে ২২২৪ জন স্নাতক ও ৩৯ জন স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর সনদপত্র নিয়েছিলেন সে সময়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। সভাপতিত্ব করেছিলেন ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ মো. আ. নাসের। দ্বিতীয় সমাবর্তন হয় '৭৬ সালে, ১৪৩৫ জন স্নাতক ও ৫১ জন স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর সনদ নেন এতে। দীর্ঘ ১৬ বছর পর ১৯৯২ সালে তৃতীয় সমাবর্তনে প্রথমবারের মত ৪ জন পিএইচডিসহ ৫১০ জন স্নাতকোত্তর ও ৫৭৫৯ জন স্নাতক এতে সনদ গ্রহণ করেন। চতুর্থ সমাবর্তন হয় ১৯৯৩ সালে। এ সময় ১ জন পিএইচডি ও ৬০ জন স্নাতকোত্তর এবং ৫৫১ জন স্নাতক সনদ গ্রহণ করেন।

এ তালিকার সংখ্যা থেকেই বোঝা যাবে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যায়তন ক্রমশ অগ্রসরমান হচ্ছে। দীর্ঘদিনের অগ্রগতির ইতিহাস জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। ভূমি জরিপের জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য ১৮৭৬ সালে স্কুল হিসাবে যাত্রা শুরু হয়েছিল আজকের এই প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের। নাম ছিল 'ঢাকা সার্ভে স্কুল'। নওয়াব আহসানউল্লাহ এই স্কুলের কার্যক্রম দেখে মুগ্ধ হয়ে এর অগ্রগতির জন্য এক লাখ ১২ হাজার টাকা দান করেন। তাঁর নাম অনুসারে ১৯০৮ সালে সার্ভে স্কুলটির নামকরণ করা হয় 'আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল'। নলগোলায় একটি ভাড়া বাড়িতে ছিল তখন সে স্কুলভবন। স্কুলটি কলেজে পরিণত হয় ১৯৪৭ সালে। এর আগেই ১৯২০ সালে বর্তমানস্থলে স্কুলের ভবনটি নির্মিত হয়েছিল। আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় ১৯৬২ সালের পহেলা জুন। তখন নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে এর নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে এতে রয়েছে ১৬টি বিভাগ, দু'টি ইনস্টিটিউট ও তিনটি সেন্টার। এ যাবত প্রায় ১৮ হাজারের মতো প্রকৌশলী, স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদ এই বিদ্যায়তন থেকে শিক্ষা সমাপন করে কর্মজীবনে চলে গেছেন।

সমাবর্তনের প্রস্তুতি হিসাবে চূড়ান্ত মহড়া শেষে সমাবর্তন উদ্‌যাপন পরিষদের প্রচার পরিষদের আহ্বায়ক পানি বিশেষজ্ঞ ডঃ আইনুন নিশাত বললেন, 'সমাবর্তনের এই রীতি আসলে ইউরোপের। সেখানে গির্জায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রীতি অনুসরণ করে এই অনুষ্ঠানের প্রচলন করা হয়েছিল। শিক্ষা শেষে সনদ নিতে এলে চ্যান্সেলর 'বাউ করা' ছাত্রের গাউনে তার সনদখানা ঝুলিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করতেন যেন সে তার অর্জিত বিদ্যা, সঞ্চিত জ্ঞান দিয়ে দেশ ও জাতিকে সেবা করতে পারে।' পৃথিবী জুড়ে সেই রীতিই চলে আসছে। আমরা চেষ্টা করছি এই অনুষ্ঠানটি যেন নিয়মিত প্রতিবছর করা যায় সে ব্যবস্থা করতে।

গতকাল বুধবার দুপুরে মঞ্চের পাশের কাউন্টার থেকে নিজের গাউন ও হুড গ্রহণ করছিলেন যন্ত্র প্রকৌশল বিভাগের ১৯৯১-৯২ বর্ষের ছাত্র ফয়জুল বারী। এখন তিনি ময়মনসিংহে স্থানীয় সরকার বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে কাজ করছেন। কেমন তাঁর অনুভূতি— বললেন.

(১৫ পৃষ্ঠা.৪ কঃ দেখুন)